ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 131 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১৩১ ● কলকাতা ● ০১ জৈষ্ঠ, ১৪৩৩ ● শনিবার ● ১৬ মে ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

আরজি কর কাণ্ডে ৩ আইপিএস সাসপেন্ড!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আরজি কর তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের তদন্তে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে সাসপেন্ড করা হল রাজ্যের তিন আইপিএস অফিসারকে। শুক্রবার নবান্ন থেকে এ কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, আরজি করের চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের মামলার ফাইল আবার খোলা হচ্ছে। ওই সময়ে বিভিন্ন পদে কর্মরত তিন আইপিএস অফিসার বিনীত গোয়েল, ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় এবং অভিষেক গুপ্তের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হবে। আপাতত তাঁদের সাসপেন্ড করা হচ্ছে। পাশাপাশি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হবে জানিয়েছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু।উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরেই শুভেন্দু ঘোষণা করেছিলেন আবার আরজি কর মামলার তদন্ত শুরু হবে। ইতিমধ্যে বিজেপির টিকিটে জিতে পানিহাটি থেকে বিধায়ক হয়েছেন নির্যাতিতার মা। বুধবার তিনি আদালতে যান তিন জনের গ্রেফতারির দাবিতে। ওই তিন জন হলেন পানিহাটির তৎকালীন বিধায়ক নির্মল ঘোষ, সোমনাথ দাস এবং সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়।পানিহাটির বর্তমান বিধায়কের অভিযোগ, তাঁর নির্যাতিতা মেয়ের দেহের দ্বিতীয় বার ময়নাতদন্তে বাধা দেওয়া হয়েছিল। নথি হস্তান্তর না-করে তড়িঘড়ি দেহ দাহ করা হয়েছিল।

শুভেন্দুর ঘোষণার পরে নির্যাতিতার মা তথা পানিহাটির বিধায়ক বলেন, "আগের সরকার কোনও পদক্ষেপ

এরপর ৬ পাতায়

পর্ব 290

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

তুমি নিজের সর্বস্ব কাউকে দিতে পার। তুমি কাউকে নতুন জীবন দিতে পার, তুমি কাউকে নতুন জন্ম দিতে পার। তুমি মা হতে পার। তোমার মধ্যে মা হওয়ার পুরো সম্ভাবনা আছে। ঐ সম্ভাবনাকে জাগাও, ঐ মা হওয়ার ক্ষমতাকে জাগাও, ঐ ক্ষমতা আমাদের গুরুজগতের একমাত্র আশার কিরণ, ঐ কিরণকে জাগাও।

ক্রমশঃ

বিধানসভায় শপথ বিজেপি বিধায়কের, শালবনী বুথে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মিষ্টিমুখে উদযাপন বিজেপি কর্মীদের

অরূপ ঘোষ,ঝাড়গ্রাম

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি সরকার। সেই আবহেই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় শপথ গ্রহণ করলেন গোপীবল্লভপুর বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক রাজেশ মাহাতো। শপথ গ্রহণের খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকাজুড়ে উৎসবের আবহ তৈরি হয়। বিজেপি কর্মী-সমর্থক থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যেও দেখা যায় উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা। এই উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গোপীবল্লভপুর বিধানসভার ১২৩ নম্বর শালবনী বুথে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মিষ্টি বিতরণের আয়োজন করা হয়। কর্মসূচিকে ঘিরে দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে আনন্দ উদযাপন করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেত্রী ঝুমা ঘোষ সহ অন্যান্য দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীরা। এদিন ঝুমা ঘোষ বলেন, "এই ঐতিহাসিক মুহূর্ত শুধু গোপীবল্লভপুর নয়, সমগ্র এলাকার মানুষের আশা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন। নতুন নেতৃত্বের মাধ্যমে উন্নয়নের পথ আরও সুদৃঢ় হবে বলে আমরা আশাবাদী। তাই সকলকে নিয়ে মিষ্টিমুখ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই আনন্দ ভাগ করে নেওয়া হয়।

হেলমেট ছাড়া বাইক নিয়ে রাস্তায় নামলেই পুলিশের কড়া ব্যবস্থা

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

হেলমেটবিহীন বাইক ও স্কুটি চালকদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ফালাকাটা ট্রাফিক পুলিশ। শুক্রবার সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে শুরু হয়েছে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান। অভিযানের মাধ্যমে শুধু জরিমানা নয়, পথ নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন করতেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।পুলিশের পক্ষ থেকে বাইক আরোহীদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে,একটি জীবন শুধু আপনার নয়, আপনার পুরো পরিবারেরও ভবিষ্যৎও এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। হঠাৎ কোনো দুর্ঘটনায় প্রাণহানি বা গুরুতর আঘাতের ঘটনা ঘটলে একটি পরিবার সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে পারে-এই বার্তাই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছে পুলিশ প্রশাসন।ফালাকাটা ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে জানানো হয়েছে, হেলমেট ছাড়া বাইক বা স্কুটি চালালে সঙ্গে সঙ্গে জরিমানা করা হবে। পাশাপাশি আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থাও নেওয়া হতে পারে। শুধু চালক নয়, বাইকে বা স্কুটিতে দু'জন আরোহী থাকলে উভয়ের ক্ষেত্রেই হেলমেট পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন রাস্তায় পুলিশকে হেলমেটবিহীন চালকদের থামিয়ে সচেতন করতে দেখা যায়। ট্রাফিক পুলিশের দাবি, এই অভিযান আগামী দিনেও ধারাবাহিকভাবে চলবে। পুলিশের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সাধারণ মানুষও। তাঁদের মতে, কঠোর নজরদারি ও সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে সড়ক দুর্ঘটনা অনেকটাই কমানো সম্ভব হবে।

আন্তর্জাতিক কারাতে চ্যাম্পিয়নশিপে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাফল্যের ঝড়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ত্রিপুরার ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি টাউন হল-এ গত ১০ মে অনুষ্ঠিত হল আন্তর্জাতিক কারাতে চ্যাম্পিয়নশিপ। এই প্রতিযোগিতায় নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা-সহ একাধিক দেশের প্রায় ৮০০ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক মঞ্চে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং ও বারুইপুরের প্রতিযোগীরা অসাধারণ সাফল্য অর্জন করে জেলার মুখ উজ্জ্বল করেছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থেকে ১১ জন এবং বারুইপুর থেকে ১ জন প্রতিযোগী অংশ নেন। তাঁদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে একাধিক স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক অর্জিত হয়েছে।

পদকজয়ীদের তালিকা:

আয়ুষ বিশ্বাস — কাতা: স্বর্ণ, কুমিতে: স্বর্ণ

অনিমেষ মণ্ডল — কাতা: স্বর্ণ, কুমিতে: স্বর্ণ

স্বরাজ সানফুই — কাতা: স্বর্ণ, কুমিতে: রৌপ্য

আদ্রিজা দে — কাতা: রৌপ্য, কুমিতে: স্বর্ণ

জয়দেব দাস — কাতা: স্বর্ণ, কুমিতে: স্বর্ণ

আর্যমান হালদার — কাতা: স্বর্ণ, কুমিতে: স্বর্ণ

অনিশা সাহা — কাতা: স্বর্ণ, কুমিতে: স্বর্ণ

সোহান মল্লিক — কাতা: স্বর্ণ, কুমিতে: স্বর্ণ

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

আন্তর্জাতিক কারাতে চ্যাম্পিয়নশিপে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাফল্যের ঝড়

বিজেতাংশু দেবনাথ — কাতা: স্বর্ণ, কুমিতে: স্বর্ণ
ইরফান হাবিব খান — কাতা: স্বর্ণ, কুমিতে: রৌপ্য
শহিদ সরদার — কাতা: ব্রোঞ্জ, কুমিতে: স্বর্ণ
দেবন দেবনাথ — কাতা: স্বর্ণ, কুমিতে: স্বর্ণ

এই অসামান্য সাফল্যে খুশির হাওয়া বইছে ক্যানিং ও বারুইপুর জুড়ে। খেলোয়াড়দের এই কৃতিত্ব ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক স্তরে আরও বড় সাফল্যের পথ খুলে দেবে বলেই মনে করছেন ক্রীড়ামহল। কোচ ও অভিভাবকদের পরিশ্রম এবং খেলোয়াড়দের কঠোর অনুশীলনের ফলেই এই সাফল্য এসেছে বলে মত সংশ্লিষ্টদের।

প্রেসিডেন্সিতে শাহজাহানদের হাতে স্মার্টফোন! সাসপেন্ড সুপার

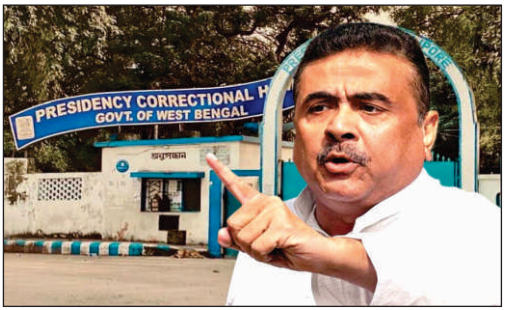

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দুর্নীতির নেটওয়ার্ক! পূর্বতন শাসক শিবিরের সহযোগিতায় স্মার্টফোন ব্যবহারের অভিযোগ। প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে 'ঘুঘুর বাসা' ভাঙতে তৎপর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই ঘটনায় তদন্তে নেমে একাধিক মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। প্রেসিডেন্সির সুপার এবং চিফ কন্ট্রোলারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।শুভেন্দু আরও বলেন, "আমাদের মনে হয় এই প্র্যাকটিসটা একদিনের নয়। বছরের পর বছরের। নিচ থেকে উপর পর্যন্ত এত দুর্নীতির আঁতাঁত করে রেখেছে। তা ভাঙতে কিছুটা সময় লাগবে। যারা এই কাজগুলো করছে তাদের সতর্ক করতে চাই এই কাজগুলো আজ থেকে বন্ধ। দমদম থেকে বহরমপুর পর্যন্ত একাধিক সংশোধনাগারে এই কাজ চলছে। সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন মেনে আলাদা সেলে সরানো থেকে শুরু করে। শাহজাহান-সহ যেভাবে জেলে বসে নেটওয়ার্ক চালাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা করা হচ্ছে।" এই ঘটনায় প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের সুপার এন কুজুর এবং চিফ কন্ট্রোলার দীপ্ত ঘরাইকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। আধিকারিকদের উদ্দেশে শুভেন্দুর বার্তা, "আপনার যে কাজ দেওয়া হচ্ছে সে কাজটি করুন। কর্তব্যের গাফিলতি হলে শুধু অপরাধী নয়। অপরাধের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের সকলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" কার নামে সিম, মোবাইল কীভাবে এল তা জানতে সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেন শুভেন্দু।এই ঘটনায় সিআইডি তদন্তের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার বিধানসভা থেকে সোজা নবান্নে পৌঁছে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই নির্দেশ জানান শুভেন্দু অধিকারী।

শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু বলেন, "প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে মোবাইল ব্যবহার হচ্ছে। আগের সরকারের সাপোর্ট কিংবা ক্যালাসনেস থাকতে পারে। অভিযোগ পাওয়ার পর রাজ্য পুলিশের ডিজিকে জানাই। দেখা যায় অভিযোগ সত্যি। কলকাতা পুলিশের ডিসি সাউথের উপস্থিতিতে এবং ডিজি কারেকশনাল হোমের যৌথ অপারেশনে মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আমরা এটা পাবলিকলি আনতে চাইছি এই কারণে যে গোটা রাজ্যের অপরাধীরা জেলের মধ্যে অপরাধী নেটওয়ার্ক চালিয়ে যাচ্ছে। শাসকের (তৃণমূল সরকারের) সহযোগিতায়।"

শনিবার ডায়মন্ড হারবারে পুলিশকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শনিবার দুপুর ১টায় ডায়মন্ড হারবারে পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৈঠকের সুনির্দিষ্ট স্থান পরে জানানো হবে বলে প্রশাসনিক তরফে খবর। আইনশৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ভোটগ্রহণ চলাকালীন ব্যাপক অনিয়ম ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ার অভিযোগের পরেই ফলতা কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কমিশনের তরফে। অভিযোগ ছিল, ওই বিধানসভা কেন্দ্রের একাধিক বুথে ইভিএমে কারচুপি এবং ভোটদানে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে নির্বাচন কমিশন ফলতা বিধানসভার সবকটি ২৮৫টি বুথে পুনর্ভোটের নির্দেশ দেয় ।বিজেপির দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী শনিবার ফলতা বিধানসভার নির্বাচনের জন্য কর্মিসভা করবেন শুভেন্দু। দুপুর ৩টে থেকে হবে কর্মিসভা।

এরপর আগামী ১৯ মে ফের ফলতা যাবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেদিন ফলতায় রোড শো করার কথা তাঁর। গত মঙ্গলবার ফলতা বিধানসভার জন্য নির্বাচনী বৈঠকও করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।গত বৃহস্পতিবারই জানা গিয়েছিল, ফলতা পুনর্নির্বাচনের আগে প্রশাসনিক এবং দলীয় উভয় কর্মসূচি নিয়ে শনিবার তৃণমূল

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

বিজেপির অভিযোগের পরেই সাসপেন্ড ক্যানিং থানার আইসি

ভোট পরবর্তী হিংসায় উত্তপ্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং। এলাকায় তৃণমূলী গুন্ডাদের তাণ্ডবের অভিযোগে বৃহস্পতিবার গোসাবার বিজেপি বিধায়ক বিকর্ণ নস্করের নেতৃত্বে ক্যানিং থানার সামনে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ করে বিজেপি। ২৪ ঘণ্টা কাটার আগেই এবার ক্যানিং থানার আইসি অমিত হাতিকে সাসপেন্ড করা হল।পুলিশ সূত্রে খবর, বিজেপির অভিযোগের ভিত্তিতেই বৃহস্পতিবার রাত থেকে একাধিক জায়গায় তল্লাশি অভিযানে নামে পুলিশ। তবে কোনও দুষ্কৃতী বা কোনও আগ্নেয়াস্ত্রের হদিশ মেলেনি বলেই দাবি করে ক্যানিং থানার তদন্তকারীরা। এরপরই জেলা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ক্যানিং থানার আইসি অমিত হাতিকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

ক্যানিং পশ্চিমের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক বলেন, “ইচ্ছাকৃতভাবে তৃণমূলের লোকেদের ফাঁসানোর চেষ্টা করছে বিজেপি। পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়েও কারও খোঁজ পায়নি।” পুলিশ সূত্রে খবর, সাসপেন্ড করা আইসির জায়গায় নতুন কাউকে নিয়োগ করা হয়নি এখনও। বারুইপুর জেলা হেড কোয়ার্টারই আপাতত এই থানার দায়িত্বে থাকবে।বিজেপির অভিযোগ, ভোট পর্ব থেকে শুরু করে ভোট পরবর্তী সময়েও এলাকায় দুষ্কৃতী তাণ্ডব বেড়েছে। তৃণমূলের মদতেই এলাকায় দুষ্কৃতীদের বাড়বাড়ন্ত। এমনকী আগ্নেয়াস্ত্র নিয়েও বিজেপি সমর্থকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি, ভয় দেখানো চলছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই বৃহস্পতিবার রাতে ক্যানিং থানায় ডেপুটেশন দেয় বিজেপি। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্দিষ্ট জায়গার নাম ধরে ধরে উল্লেখ করা হয় ওই ডেপুটেশনে। প্রতিবাদে গোসাবার বিজেপি বিধায়ক বিকর্ণ নস্করের নেতৃত্বে গতকাল রাতেই ক্যানিং-বারুইপুর রোড অবরোধ করে চলে টানা বিক্ষোভ। গোসাবার বিজেপি বিধায়ক বিকর্ণ নস্করের অভিযোগ, “দুষ্কৃতীদের বাড়বাড়ন্ত চলছে ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই। তৃণমূলই এসবের মদত দিচ্ছে। যারা এতদিন মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করেছে। তারাই ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে রাখতে চাইছে এলাকায়। আমরা ভয়মুক্ত পরিবেশ রাখতে চাইছি। পুলিশকে বারবার জানিয়েও কাজ হয়নি।”বিজেপির অভিযোগ, ভোট পর্ব থেকে শুরু করে ভোট পরবর্তী সময়েও এলাকায় দুষ্কৃতী তাণ্ডব বেড়েছে। তৃণমূলের মদতেই এলাকায় দুষ্কৃতীদের বাড়বাড়ন্ত। এমনকী আগ্নেয়াস্ত্র নিয়েও বিজেপি সমর্থকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি, ভয় দেখানো চলছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই বৃহস্পতিবার রাতে ক্যানিং থানায় ডেপুটেশন দেয় বিজেপি। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্দিষ্ট জায়গার নাম ধরে ধরে উল্লেখ করা হয় ওই ডেপুটেশনে। প্রতিবাদে গোসাবার বিজেপি বিধায়ক বিকর্ণ নস্করের নেতৃত্বে গতকাল রাতেই ক্যানিং-বারুইপুর রোড অবরোধ করে চলে টানা বিক্ষোভ। গোসাবার বিজেপি বিধায়ক বিকর্ণ নস্করের অভিযোগ, “দুষ্কৃতীদের বাড়বাড়ন্ত চলছে ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই। তৃণমূলই এসবের মদত দিচ্ছে। যারা এতদিন মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করেছে। তারাই ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে রাখতে চাইছে এলাকায়। আমরা ভয়মুক্ত পরিবেশ রাখতে চাইছি। পুলিশকে বারবার জানিয়েও কাজ হয়নি।”

পুলিশ সূত্রে খবর, বিজেপির অভিযোগের ভিত্তিতেই বৃহস্পতিবার রাত থেকে একাধিক জায়গায় তল্লাশি অভিযানে নামে পুলিশ। তবে কোনও দুষ্কৃতী বা কোনও আগ্নেয়াস্ত্রের হদিশ মেলেনি বলেই দাবি করে ক্যানিং থানার তদন্তকারীরা। এরপরই জেলা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ক্যানিং থানার আইসি অমিত হাতিকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(ষষ্ঠ পর্ব)

ভোগিনীং কামরূপাম্ ।। (এর অর্থ- সর্প দিগের মাতা, চন্দ্র বদনা, সুন্দর কান্তি বিশিষ্টা, বদন্যা, হংস বাহিনী, উদার স্বভাবা , লোহিত বসনা , সর্বদা সর্ব অভিষ্ট প্রদায়িনী, সহাস্য বদনা, কণক মনি মুক্তা প্রবালাদির অলঙ্কার ধারিনী, অষ্ট নাগ পরিবৃতা, উন্নত কুচ যুগল সম্পন্না , সর্পিণী , ইচ্ছা মাত্র রূপ ধারিনী দেবীকে বন্দনা করি।) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, দেবী ভাগবত পুরানে মনসা দেবীর লীলা ও ঘটনা বর্তমান । আর সেই কারণে আমি ছোট থেকে দেখে এসেছি আমাদের বাড়িতে পিতা ও মাতা মনসা নামে একটি

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

শংসাপত্র যাচাই নিয়ে বড় ঘোষণা সরকারের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফের কাঠগড়ায় জাতিগত শংসাপত্র। ২০২১ থেকে দেওয়া SC, ST সার্টিফিকেট যাচাইয়ের নির্দেশ। জাতিগত শংসাপত্র পুনরায় যাচাই করতে নির্দেশ সরকারের। জেলা শাসকদের নির্দেশ দিল অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতর। ২০১১ থেকে প্রায় ১ কোটি ৬৯ লক্ষ কাস্ট সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে। এর মধ্যে তফসিলি জাতি হিসেবে প্রায় ১ কোটি সার্টিফিকেট বিলি করা হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বৈঠকে সচিবদের বলেছিলেন, "SIR -এর সময় যারা বেআইনিভাবে কাস্ট সার্টিফিকেট বা জাতি শংসাপত্র ইস্যু করেছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেব। জাতিগত শংসাপত্র এসসি, এসটি ও ওবিসি সার্টিফিকেট নিয়ে যাঁরা জালিয়াতি করেছেন, যে সব অফিসাররা এর মধ্যে জড়িত, তাঁদের সবার ফাইল আমার কাছে আছে।"তফসিলি উপজাতি হিসেবে ২১ লক্ষ এবং OBC-দের ৪৮ লক্ষ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে এই শংসাপত্রগুলির সত্যতা ও বৈধতা নিয়ে আবারও প্রশ্ন উঠেছে। তাই ২০১১ থেকে ইস্যু করা কাস্ট সার্টিফিকেট ফের যাচাইয়ের নির্দেশ দিয়েছে অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতর,

এরপর ৬ পাতায়

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শনি সবার বড় ঠাকুর হলেও তিনি তাহলে শনি গ্রহ হলেন কিভাবে? প্রশ্নর উত্তর নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে আজও! আসলে শনি গ্রহদেবতা হিসেবে সবিশেষ পরিচিত। জ্যোতিষশাস্ত্রে জন্মছকে এর অবস্থান বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

শুভেন্দুর কনভয়ে হামলায় নাম জড়িয়েছিল, গ্রেফতার হলেন সেই তৃণমূল নেতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গত বছর নভেম্বরে বিধাননগরের দত্তাবাদে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় কোচবিহার-২ ব্লকের তৎকালীন তৃণমূল সভাপতি সজল গ্রেফতার হওয়ার পরে ওই পদে তাঁকে বসিয়েছিল ঘাসফুল শিবির।গত বছর অগস্টে শুভেন্দুর কনভয়ে হামলার ঘটনা পূর্বপরিকল্পিত বলে অভিযোগ করেছিল বিজেপি। শুভেন্দু যে গাড়িতে বসেছিলেন সেটি বুলেটপ্রুফ। ওই গাড়ি ভাঙচুরে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয় খাগড়াবাড়ি। ব্যাপক হারে মোতায়েন থাকলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয় পুলিশকে। সেই সময় সাত জনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ।

প্রায় এক বছর আগের কথা। রাজ্যের তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ে হামলার অভিযোগ উঠেছিল কোচবিহারে। ওই ঘটনায় শুক্রবার দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর তৃণমূলের এক নেতাকে গ্রেফতার করল পুলিশ। যা নিয়ে রাজনৈতিক শোরগোল জেলায়। পুলিশ জানিয়েছে, নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে পদক্ষেপ করা হয়েছে। ধৃতের নাম শুভঙ্কর দে। গত বছর নভেম্বরে বিধাননগরের দত্তাবাদে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় কোচবিহার-২ ব্লকের তৎকালীন তৃণমূল সভাপতি সজল গ্রেফতার হওয়ার পরে ওই পদে তাঁকে বসিয়েছিল ঘাসফুল শিবির।

শুক্রবার শুভঙ্করকে পাকড়াও করেছে পুলিশ। কোচবিহারে খাগড়াবাড়ি মোড়ে শুভেন্দুর কনভয়ে হামলার ঘটনায় কোচবিহার-২ ব্লকের তৃণমূলের সভাপতিকে পুন্ডিবাড়ি থানায় ডেকে পাঠানো হয়েছিল। দীর্ঘ ক্ষণ জেরার পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জেলা পুলিশ সুপার যশপ্রীত সিংহ বলেন, ''গত বছর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ে হামলায় অভিযোগে তাঁর নাম জড়িয়েছিল। তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে।''

ডিজেল পাচার রুখে ওসির রোষানলে! দুর্নীতির অভিযোগে অগ্নিমিত্রার দ্বারস্থ মহিলা পুলিশকর্মী

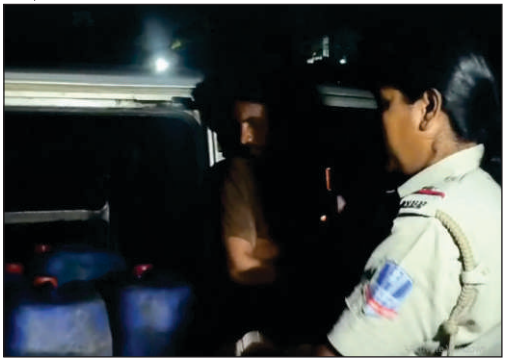

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চোরা ডিজেল পাচারের অভিযোগ! তা রুখতে গেলে মহিলা এএসআইকে হেনস্তা আধিকারিকের। দেওয়া হয় তুলামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এলাকায় দুষ্কৃতী দৌরাত্ম ও অফিসার ইন চার্জের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে অভিযোগ দায়ের মহিলা পুলিশের। রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পলের কাছে অভিযোগ দায়ের করলেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট এএসআই সুপ্রিয়া মুখোপাধ্যায়।অন্ডাল থানার অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর লেডি সিংঘম সুপ্রিয়া মুখোপাধ্যায়ের অভিযোগ "অবৈধ তেল পাচার হচ্ছিল আমি রুখে দাঁড়াই। তখনই ওরা বলে থানার সঙ্গে মাসোহারা করা আছে। পরবর্তীকালে সেই ভিডিও অন্ডাল থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক দেখতে পেলে আমাকে হেনস্থা করেন। আমাকে হেল্প ডেস্কে বসিয়ে দেওয়া হয়।" এরপরই বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী অগ্নিমিত্র পলের ও আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনারের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি।নির্বাচনের পর বাংলায় ক্ষমতায় আসে বিজেপি সরকার। তারপর থেকেই পুলিশ প্রশাসনকে বিভিন্ন অসামাজিক, অনৈতিক ও অবৈধ কাজের বিরুদ্ধে তৎপর থাকার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই আবহে পশ্চিম বর্ধমান জেলার অন্তর্গত অন্ডালে অবৈধভাবে লিটার লিটার ডিজেল পাচার রুখতে যান সুপ্রিয়াদেবী। দুষ্কৃতীদের জেরা করতেই উঠে আসে অন্ডাল থানার ওসির নাম। জানা যায় মাসোহারার কথা। তার নির্দেশেই ছাড়া পেয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। আরও উঠে আসে পাপ্পুর নামে এক ব্যক্তির নাম। প্রশ্ন ওঠে কে এই পাপ্পু? তাহলে কি অন্ডাল থানার মদতেই বাড়ছে এই পাপ্পুর অবৈধ কারবার?

(১ম পাতার পর)

আরজি কর কাণ্ডে ৩ আইপিএস সাসপেন্ড!

করেনি। মেয়ের কেসে ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর পদক্ষেপে আমরা খুশি।''২০২৪ সালের অগস্টে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার সময় আইপিএস বিনীত ছিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার। আরজি কর কাণ্ডের পর প্রবল আন্দোলনের মুখে তাঁর পদত্যাগের দাবি ওঠে। জুনিয়র চিকিৎসকদের লাগাতার আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সে বছরের সেপ্টেম্বরে বিনীতকে কলকাতার সিপি থেকে সরিয়ে এসটিএফের এডিজি পদে বদলি করে দেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক ছিলেন কলকাতা পুলিশের ডিসি (নর্থ) পদে। তদন্তে গাফিলতির অভিযোগে তাঁকেও ওই পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আইপিএস ইন্দিরা তখন কলকাতা পুলিশের ডিসি (সেন্ট্রাল) পদে দায়িত্বরত ছিলেন। আরজি কর কাণ্ড পরবর্তী বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কলকাতা পুলিশের 'মুখ' হিসাবে বার বার খবরের শিরোনামে এসেছিলেন তিনি। বর্তমানে বিনীত রাজ্যের ডিজি (আইবি) পদে কাজ করছেন। অভিষেক ইএফআরের কমান্ডান্ট পদে কাজ করেন। পদমর্যাদায় ডিআইজি। আর ইন্দিরা এখন সিআইডির স্পেশ্যাল সুপারিনটেনডেন্ট। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর কথায়, ''অ্যাজ আ হোম মিনিস্টার, আমি চার্জ নেওয়ার পর মাননীয় চিফ সেক্রেটারি এবং মাননীয় হোম সেক্রেটারির কাছে লিখিত চেয়েছিলাম আরজি করের ঘটনা এবং তার পরবর্তী কিছু বিষয় নিয়ে। কী ভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিকেরা সেটা হ্যান্ডল করেছিলেন, তা জানতে চেয়েছিলাম। তথ্য অনুসন্ধানের পর আপাতত একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিলাম।'' শুভেন্দুর সংযোজন, ''রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী হিসাবে আমি ঘোষণা করছি, ওই সময়ে যা ঘটেছিল, তা মিসহ্যান্ডলিং করা, যথাযথ ভাবে এফআইআর করে পদক্ষেপ করার মতো প্রাথমিক যে বিষয়গুলো ছিল, সেখানে সবচেয়ে বড় অভিযোগ ছিল দু'জন পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম থেকে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে আমরা জানতে পারি, নির্যাতিতার মাকে রাজ্য সরকারের হয়ে টাকা দিতে চেয়েছিলেন।''

শুভেন্দু জানিয়েছেন, যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁদের বাদ দিয়ে বাকি তদন্ত হবে। নইলে নিরপেক্ষ তদন্ত হবে না। সিবিআইয়ের তরফে যে তদন্ত হচ্ছে, সেখানে হস্তক্ষেপের প্রশ্ন নেই। রাজ্য সরকারের তরফে রাজ্যের পুলিশের ভূমিকা দেখা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''এক রকমের ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। তার তদন্ত হবে। ওই সময়ে সংশ্লিষ্ট অফিসারদের সঙ্গে কাদের কাদের কথা হয়েছিল, কল লিস্ট, হোয়াট্সঅ্যাপ চ্যাট খতিয়ে দেখা হবে। পরে বার করব। তখন কার কার সঙ্গে কথা হয়েছে, তখনকার মুখ্যমন্ত্রী কিংবা কোনও মন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে কি না, কোনও নির্দেশ ছিল কি না, সব বার করব। এগুলো তদন্তের অংশ।''

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ''ওই সময়ে এক জন ডিসি সাংবাদিক বৈঠক করেছিলেন। সেখানে তাঁর শরীরীভাষা এবং মুখের ভাষা রাজ্যের জন্য সুখকর ছিল না। তিনি ওই সময়ে সরকারি ভাবে কলকাতা পুলিশের মুখপাত্র ছিলেন না। তথ্য নিয়েছি, উনি স্বরাষ্ট্র দফতরেরও মুখপাত্র ছিলেন না। কেউ কাগজে তাঁকে দায়িত্ব দেয়নি। কেউ মৌখিক ভাবে হয়তো আরজি কর কাণ্ডের পর ওঁকে সর্বসমক্ষে বিবৃতি দিতে বলেছিলেন। সেগুলো তদন্তসাপেক্ষ।'' তার পরেই 'আপাতত পদক্ষেপ' হিসাবে রাজ্যের তিন আইপিএসকে সাসপেন্ড করার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী শুভেন্দু।

শনিবার ডায়মন্ড হারবারে পুলিশকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংসদীয় এলাকা ডায়মন্ড হারবারে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

আগামী ২১মে ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট। দ্বিতীয় দফায় সেখানে ভোটগ্রহণ হলেও পরে নির্বাচন কমিশন সেই ভোট বাতিল করে নতুন করে ২১মে ভোটগ্রহণ এবং ২৪মে গণনার দিন ঘোষণা করেছে।

উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয় পাল শর্মার সঙ্গে ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের সংঘাতের জেরে আগে থেকেই সংবাদ শিরোনামে ছিল ফলতা। সেই বিধানসভার গোটা ভোট প্রক্রিয়াই বাতিল করে দেয় কমিশন।

(৪ পাতার পর)

শংসাপত্র যাচাই নিয়ে বড় ঘোষণা সরকারের

এমনটাই সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। যদি কেউ বেআইনি কিংবা ভুলভাবে সার্টিফিকেট পেয়ে থাকে, তবে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

মন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পর বেআইনি জাতিগত শংসাপত্র নিয়ে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন ক্ষুদিরাম টুডু। তিনি বলেছেন, 'মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ হওয়ার পর আমরা তদন্ত করাব। আর তদন্ত করে যেসব অফিসার এর মধ্যে জড়িত ও দোষী সাব্যস্ত হবেন, যাঁরা এই সার্টিফিকেট ইস্যুতে মদত দিয়েছেন, তাঁদের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'অন্যদিকে মন্ত্রিসভা গঠনের পর নবান্ন সভাঘরে রাজ্যের শীর্ষ আমলা ও সচিবদের নিয়ে একটি বৈঠক করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৈঠক শেষে কয়েকটি বিষয় তিনি উল্লেখও করেছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম, দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ। তিনি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, পূর্বের সরকারের আমলে, অর্থাৎ গত ১৫ বছরে প্রশাসনিক স্তরে যে সব দুর্নীতি হয়েছে, তার সঠিক বিচার হবেই। বিশেষ করে এসসি (SC), এসটি (ST) ও ওবিসি (OBC) সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষেত্রে যে দুর্নীতির খবর আছে, এই বিষয়টি নিয়ে কড়া শাস্তির হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তিনি।

সিনেমার খবর

অন্তরঙ্গ দৃশ্যে আপত্তি, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ কিয়ারার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মাতৃত্বের বিরতি ভেঙে নতুনরূপে পর্দায় ফিরছেন কিয়ারা আদভানি। শুটিং শুরুর আগ থেকে 'টক্সিক: দ্য ফেয়ারিটেল ফর গ্রোন আপস' নিয়ে উচ্ছ্বসিত ছিলেন এই বলিউড অভিনেত্রী। কিন্তু সিনেমা মুক্তির দিনক্ষণ চূড়ান্ত হতেই বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছেন কিয়ারা।

সিনেমার বেশ কিছু দৃশ্য কাটতে বলেছেন নির্মাতাদের। যে সিনেমা নিয়ে ভীষণ আশাবাদী ছিলেন এই অভিনেত্রী, সেই 'টক্সিক'র দৃশ্য কেটে ফেলার অনুরোধ করেছেন কেন? এই প্রশ্ন এখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে নেটিজেনদের মনে।

সংবাদ প্রতিদিনসহ ভারতের একাধিক সংবাদ মাধ্যম থেকে জানা গেছে, মা হওয়ার পর থেকে গ্ল্যামার নায়িকার খোলস থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছেন কিয়ারা আদভানি। চাইছেন অভিনয়ে প্রতিনিয়ত নিজেকে নতুনরূপে তুলে ধরতে। তাই 'টক্সিক: দ্য ফেয়ারিটেল ফর গ্রোন আপস' সিনেমায় অভিনয়ের ক্ষেত্রে খানিকটা 'সংযত' কিয়ারা। কিন্তু নির্মাণ শেষে সিনেমা যখন মুক্তির দোরগোড়ায়, ঠিক তখনই বেঁকে বসেছেন অভিনেত্রী।

'টক্সিক' সিনেমার পোস্টারে কিয়ারা আদভানি। ছবি: ইন্সটাগ্রাম

'টক্সিক' সিনেমার পোস্টারে কিয়ারা আদভানি। ছবি: ইন্সটাগ্রাম

নির্মাতাদের বলেছেন, সিনেমার অন্তরঙ্গ দৃশ্যে কাঁচি চালাতে। কাটছাঁট করে ঘনিষ্ঠ দৃশ্য কিছুটা সংক্ষিপ্ত করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

সংবাদ মাধ্যমগুলো থেকে আরও জানা গেছে, শুটিয়ের পর 'টক্সিক'র দৃশ্যগুলো দেখেই আপত্তি জানিয়েছেন কিয়ারা। অভিনেতা ইয়াশ ও পরিচালকের কাছে অন্তরঙ্গ মুহূর্তের দৃশ্যায়ন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি।

অভিনেত্রীর দাবি, শুটিংয়ের আগে তাঁকে আশ্বস্ত করা হয়েছিল কোনো দৃশ্যে তিনি অস্বস্তিবোধ করবেন না। স্বচ্ছন্দ রাখার প্রতিশ্রুতিতেই রোমান্টিক দৃশ্য অভিনয়ে সম্মতি দিয়েছিলেন। কিন্তু ফুটেজ দেখার পর, তিনি রীতিমতো অবাক হয়েছেন নির্মাতা প্রতিশ্রুতি না রাখায়। আর এ কারণে তিনি কিছু দৃশ্য সিনেমায় রাখা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন।

অবাক করা বিষয় হলো, পরিচালক ও অভিনেত্রীর মধ্যে সিনেমা বিষয়ে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক চুক্তি হয়নি। এমনকি সিনেমার দৃশ্য নিয়ে কিয়ারা আপত্তি থাকার পরও এ বিষয়ে নির্মাতাদের পক্ষ থেকে পাওয়া যায়নি কোনো প্রতিক্রিয়া।

অন্যদিকে বারবার বদলে যাচ্ছে সিনেমা মুক্তির তারিখ। শুরুতে ১৯ মার্চ বিশ্বব্যাপী মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল 'টক্সিক'।

দিনক্ষণ পরিবর্তিত হয়ে নতুন মুক্তির দিন নির্ধারিত হয়েছে ৪ জুন। এখন শোনা যাচ্ছে, আবারও মুক্তি স্থগিত করা হয়েছে। এরই মাঝে কিয়ারার এই আবদার পূরণ করা নিয়ে নতুন কী ঝামেলা হতে পারে, সেটি এখন নির্মাতাদের ভাবনার বিষয়।

প্রসঙ্গত, 'টক্সিক: দ্য ফেয়ারিটেল ফর গ্রোন আপস' সিনেমায় প্রথমবার জুটি বেঁধে অভিনয় করেছেন ইয়াশ ও কিয়ারা। তাদের পাশাপাশি বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন নয়নতারা, হুমা কুরেশি প্রমুখ।

২৫ বছর পর অবশেষে আমার কথা ভাবল: রাইমা সেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টালিউড অভিনেত্রী রাইমা সেন অভিনীত সিনেমা 'ফুলপিসি ও অ্যাডওয়ার্ড' চলতি মাসেই মুক্তি পেতে যাচ্ছে। শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা পরিচালিত এ সিনেমাটি আগামী ২৯ মে মুক্তি পেতে চলেছে। এ সিনেমায় অদিতির চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাইমা সেন।

এছাড়াও আরও অভিনয় করেছেন অনন্যা চট্টোপাধ্যায়, কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্জুন চক্রবর্তী প্রমুখ।

'ফুলপিসি ও অ্যাডওয়ার্ড' সিনেমা ছাড়াও চলতি মাসেই আরও একটি সিনেমা মুক্তি পেতে যাচ্ছে অভিনেত্রীর। টলি মেগাস্টার জিতের সঙ্গে জুটি বেঁধে রাইমা সেন অভিনয় করেছেন 'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত' সিনেমাটি। এটি মুক্তি পাবে আগামী ২৭ মে। এবার দেখার পালা এ দুটি সিনেমা একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামে কিনা।

'ফুলপিসি ও অ্যাডওয়ার্ড' সিনেমাটি উইন্ডোজ প্রোডাকশনের ব্যানারে নির্মিত হয়েছে। এ প্রোডাকশন হাউসের সঙ্গে অভিনেত্রীর এটি প্রথম কাজ। অন্যদিকে রাইমার সঙ্গে প্রথম কাজ করতে পেরে খুব খুশি পরিচালক শিবপ্রসাদ ও নন্দিতা।

কারণ এই প্রথম সেন পরিবারের সঙ্গে কাজ করলেন তারা। যে কথা সামাজিক মাধ্যমে নিজের পোস্টে উল্লেখ করেন শিবপ্রসাদ। কিন্তু অন্যদিকে রাইমাও যে কতটা আপ্লুত উইন্ডোজ প্রোডাকশনের সঙ্গে কাজ করতে পেরে, সেটিও বোঝা যায় অভিনেত্রীর করা একটি পোস্ট থেকে।

শিবপ্রসাদ ও নন্দিতার সঙ্গে সামাজিক মাধ্যমে দুটি ছবি পোস্ট করেছেন রাইমা সেন। সেই পোস্টে অভিনেত্রী লিখেছেন— ২৫ বছর পর যখন ওরা অবশেষে আমাকে নিয়ে ভেবেছে, তাতে আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। কি করব আমি বুঝতে পারছিলাম না। কারণ ওদের সম্পর্কে আমি অনেক কিছুই শুনেছিলাম।

তিনি বলেন, আমি ভেবেছিলাম— ওরা ভীষণ কঠোর ডিরেক্টর, কিন্তু যেদিন নন্দিতা রায়ের সঙ্গে দেখা হলো, সেদিন মনে হলো একদম অন্যরকম একজন মানুষকে দেখলাম আমি— যিনি আমার মায়ের মতোই।

রাইমা আরও বলেন, নন্দিতাদি ভীষণ শান্ত দয়ালু প্রকৃতির মানুষ। কাজের পুরো সময়টাই আমার খুব খেয়াল রেখেছেন তিনি। অন্যদিকে শিবপ্রসাদ সহজ-সরল একজন মানুষ। এই দুই পরিচালকের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা খুব সুন্দর। বাকি যারা ছিলেন, তাদের মধ্যেও এতটা ভালো সম্পর্ক ছিল যে, কখন শুটিং শেষ হয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না। এত কাজ করার পরও কখনো ক্লান্ত লাগেনি। সত্যি ভীষণ ভালো অভিজ্ঞতা আমি বারবার ওদের সঙ্গে কাজ করতে চাই বলে জানান এ অভিনেত্রী।

রাম চরণের 'পেদ্দি' আসছে ৪ জুন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণী মেগাস্টার রাম চরণ তার পরবর্তী প্রজেক্ট নিয়ে বড় ঘোষণা দিয়েছেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স (সাবেক টুইটার)-এ একটি পোস্টের মাধ্যমে তিনি ভক্তদের জানান, তার নতুন সিনেমা 'পেদ্দি' আগামী ৪ জুন সিনেমা হলে মুক্তি পেতে যাচ্ছে।

বুচি বাবু সানার রচনা ও পরিচালনায় 'পেদ্দি' মূলত একটি স্পোর্টস ড্রামা, যার পটভূমি তৈরি হয়েছে গ্রাম বাংলার আবহকে কেন্দ্র করে। একটি স্থানীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টকে ঘিরে সিনেমার কাহিনী আবর্তিত হয়েছে, যেখানে খেলাধুলার পাশাপাশি অ্যাকশন এবং আবেগঘন গল্পের এক দারুণ সংমিশ্রণ দেখা যাবে।

এই চরিত্রের জন্য রাম চরণ নিজের শারীরিক গঠনে আমূল পরিবর্তন এনেছেন। তাকে এখানে লম্বা চুল, ঘন দাড়ি এবং মাসকুলার লুকে দেখা যাবে, যা গ্রামীণ এই চরিত্রের সঙ্গে মানানসই।

বাবার চোখের পানি দেখে নায়ক হওয়ার শপথ নিয়েছিলেন অনিল কাপুর

বাবার চোখের পানি দেখে নায়ক হওয়ার শপথ নিয়েছিলেন অনিল কাপুর

সিনেমাটিতে রাম চরণের পাশাপাশি একঝাঁক তারকাকে দেখা যাবে।এর মধ্যে রয়েছে জাহ্নবী কাপুর, শিব রাজকুমার, জগপতি বাবু, দিব্যেন্দু শর্মা প্রমুখ।ছবিটির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে আছেন অস্কারজয়ী সঙ্গীত পরিচালক এআর রহমান।

বৃদ্ধিম সিনেমাস-এর ব্যানারে ভেঙ্কট সতীশ কিলারু এটি প্রযোজনা করছেন।

আগামী ৪ জুন মুক্তি পেতে যাওয়া এই সিনেমাটি নিয়ে সিনেমা প্রেমীদের মধ্যে বেশ উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে রাম চরণের নতুন অবতার এবং এ আর রহমানের মিউজিকের কারণে।

তিলকের ব্যাটে টানা ৫ হার শ্রেয়সদের, কোন সমীকরণে শেষ চারে পাঞ্জাব কিংস?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আগেই বিদায় ঘটে গিয়েছে মুম্বইয়ের। প্লে-অফ খেলার কোনও সুযোগই নেই আর ৫ বারের চ্যাম্পিয়ন দলের। তবে সেই মুম্বই-ই বৃহস্পতিবার ৬ উইকেটে হারিয়ে দিল পাঞ্জাবকে। এর ফলে, পাঞ্জাবের শেষ চারের রাস্তা যেমন কঠিন হয়ে গেল, তেমনই পাঞ্জাবের কাছে এখন জোড়া ফাঁড়া। প্রথমে টানা ৬ ম্যাচ জিতলেও এবার টানা ৫ ম্যাচ হেরে নিজেদের রাস্তা আরও কঠিন করে ফেললেন শ্রেয়সরা ।

বৃহস্পতিবার ধর্মশালায় প্রথমে ব্যাট করে পাঞ্জাব। দুরন্ত অর্ধশতরান করলেন প্রভসিমরন সিং (৫৭)। প্রিয়াংশ আর্য (২২) ও কুপার কনোলি (২১) খুব একটা বেশি রান করতে পারেননি। অধিনায়ক শ্রেয়স রান পাননি (৪)। তবে পাঞ্জাবকে টানলেন আজমতউল্লাহ ওমরজাই (৩৮)। তাঁর ব্যাটিংয়ের সৌজন্যেই পাঞ্জাব ২০ ওভার শেষে তুলল ৮ উইকেটে হারিয়ে ২০০ রান। বলে ৪ উইকেট পেয়েছেন শার্দুল ঠাকুর। নিজের বোলিং স্পেলের শেষ বলে উইকেট পেয়েছেন বুমরা।

জবাবে নিজেদের ইনিংসের শুরু ভালই করেছিল মুম্বই। রোহিত-রিকলটন জুটি তোলে ৬১ রান। ২৩ বলে ৪৮ রান করলেন রিকলটন। রোহিত (২৫) খুব বড় রান পাননি। তবে প্রথমে শেরফান রাদারফোর্ড ও পরে উইল জ্যাক্সকে সঙ্গী করে একা ম্যাচ ফিনিশ করে এলেন তিলক ভার্মা। ২০ রান করলেন রাদারফোর্ড । ম্যাচ জেতানো ৩৩ বলে ৭৫ রানের ইনিংস খেললেন তিলক। কয়েক মাস আগে হওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও ভাল খেলেছিলেন তিলক। তবে মাঝের ওভারগুলিতে ভাল বোলিং করেছিল পাঞ্জাব। একসময় মুম্বইয়ের জয়ের জন্য ৩ ওভারে ৫০ রান দরকার ছিল। সেখান থেকেই তিলক ও উইল জ্যাক্সের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের সৌজন্যে ১ বল বাকি থাকতেই ম্যাচ জিতে গেল মুম্বই।

এই হারের ফলে ৫ ম্যাচ টানা হারল পাঞ্জাব কিংস। আগামী রবিবার বিকেলে রজত পাতিদারের আরসিবির তারিখ, শনিবার লখনৌয়ের বিরুদ্ধে লখনৌয়ের মাঠেই খেলবে পাঞ্জাব। এই দুই ম্যাচে জিততেই হবে শ্রেয়সদের। তাহলেই ১৭ পয়েন্ট নিয়ে প্লেঅফে খেলবে পাঞ্জাব। নাহলে এবারের মতো আইপিএল যাত্রা শেষ হয়ে যাবে গত বারের রানার্সদের।

৮ বছর পর দক্ষিণ কোরিয়ায় যাচ্ছে উত্তর কোরিয়ার ফুটবল দল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

যুদ্ধবিভক্ত দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে চলতি মাসে একটি আঞ্চলিক টুর্নামেন্টে খেলতে উত্তর কোরিয়ার যাচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়ার নারী ফুটবল দল।

২০১৮ সালের পর নায়েগোহিয়াং উইমেন্স নারী দলটি এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার সুওন এফসি উইমেনের বিপক্ষে মাঠে নামবে।

সোমবার (৪ মে) আন্তঃকোরীয় বিষয়গুলো দেখভালকারী দক্ষিণ কোরিয়ার একত্রীকরণ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এএফসি দক্ষিণ কোরিয়ার ফুটবল সংস্থাকে অবহিত করেছে, সুওনে দলটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম ফুটবল ক্লাবটির এই প্রত্যাশিত সফর নিয়ে কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি।

উত্তর কোরিয়া সর্বশেষ ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে একটি টেবিল টেনিস ইভেন্টের জন্য দক্ষিণ কোরিয়ায় ক্রীড়াবিদ পাঠিয়েছিল। এর মাধ্যমে কূটনৈতিক সম্পৃক্ততার একটি ধারা অব্যাহত ছিল। যার অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল ওই বছরের শুরুতে দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত শীতকালীন অলিম্পিকে একটি উচ্চ-পর্যায়ের প্রতিনিধি দলের পাশাপাশি উত্তর কোরিয়ার ক্রীড়াবিদদের অংশগ্রহণ।

উত্তর কোরিয়া ২০১৪ সালে ইনচনে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে তাদের জাতীয় মহিলা ফুটবল দলকেও পাঠিয়েছিল, যা ছিল দক্ষিণ কোরিয়ায় তাদের মহিলা ফুটবল খেলোয়াড়দের শেষবার অংশগ্রহণ। ২০১৯ সাল থেকে উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন ওয়াশিংটন ও সিউলের সঙ্গে অর্থপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থগিত রেখেছেন এবং তার জনগণের মধ্যে থেকে দক্ষিণ কোরীয় সংস্কৃতি ও ভাষার প্রভাব নির্মূল করার জন্য একটি অভ্যন্তরীণ অভিযান চালাচ্ছেন।

উল্লেখ্য, ১৯৫০-৫৩ সালের সংঘাত শান্তি চুক্তির পরিবর্তে একটি যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে শেষ হওয়ায় এই দুই প্রতিবেশী দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও যুদ্ধরত এবং তাদের মধ্যে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান খুবই বিরল।

রিয়ালে ফেরার প্রস্তাবে জিদানের 'না'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মাঠের ব্যর্থতা আর ড্রেসিংরুমের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে সময় পার করছে রিয়াল মাদ্রিদ। এমন সময়ে পুরনো কাণ্ডারি জিনেদিন জিদানকে ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন দেখছিল তারা। তবে রিয়াল মাদ্রিদের ফেরার প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন ফরাসি এই কিংবদন্তি।

স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত বছরের শেষ দিকেই জিদানের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছিলেন পেরেজ। পরিকল্পনা ছিল, জাভি আলোনসোর বিদায়ের পর জিদানই সামলাবেন বার্নাব্যুর ডেরা। তবে ফ্রান্স জাতীয় দলের কোচের দায়িত্ব নেবার অপেক্ষায় থেকে রিয়ালের সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন জিদান।

জানুয়ারিতে জাভি আলোনসোর বিদায়ের পর আলভারো আরবেলোয়াকে দায়িত্ব দিয়েছিল মাদ্রিদ। কিন্তু তরুণ এই কোচের অধীনে রিয়ালের পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। লা লিগায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার চেয়ে ১২ পয়েন্টে পিছিয়ে পড়েছে তারা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও এবার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে রিয়ালের। টানা দ্বিতীয় মৌসুম ট্রফিশূন্য থাকার শঙ্কায় এখন ক্লাবটি।

রিয়ালের জন্য মাঠের ফলের চেয়েও বড় উদ্বেগের কারণ ড্রেসিংরুমের পরিবেশ। কিলিয়ান এমবাপ্পে, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র এবং জুড বেলিংহ্যামের মতো তারকাদের মধ্যে দীর্ঘদিনের মনস্তাত্ত্বিক লড়াই চলছে। পরিস্থিতি এতটাই জটিল যে, একজন কড়া মেজাজের কোচ খুঁজছে রিয়াল।

জিদানের 'না' শোনার পর এখন বিকল্পের খোঁজে নেমেছে রিয়াল মাদ্রিদ কর্তৃপক্ষ। ড্রেসিংরুমে শৃঙ্খলা ফেরাতে সম্ভাব্য কোচ হিসেবে জোসে মরিনহোর নাম জোরালোভাবে আলোচনায় আসছে। যদিও মরিনহো জানিয়েছেন, এখনো তার সঙ্গে কোনো আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ করা হয়নি। মরিনহো ছাড়াও রিয়ালের নজরে রয়েছেন জার্গেন ক্লপ, দিদিয়ের দেশ্যম এবং মাসিমিলিয়ানো আলেগ্রি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR